বিশুদ্ধ যৌন জীবন

১ম থিষলনীকীয় ৪ অধ্যায় ১-৮ পদ

পৌলের লেখা প্রায় প্রতিটি পত্রেই আমরা দেখতে পাই যে, পৌল তার পত্রের প্রথমাংশে খ্রীস্টীয় বিভিন্ন মতবাদ বা মতাদর্শ কিম্বা যোগাযোগকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার পর, খ্রীস্টীয় জীবন-যাপনে ঐ সমস্ত মতবাদ বা উত্তরের বাস্তব বা ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা লিখেছে। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় পত্রে, ১-১১ অধ্যায় পর্যন্ত খ্রীস্টবিশ্বাসের ভিত্তিমূলক মতবাদের কথা লেখার পর, ১২ অধ্যায় থেকে আমরা ঐ সমস্ত মতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখতে পাই। একইভাবে, ইফিষীয় পত্রে, ১-৩ অধ্যায়ে খ্রীস্টীয় মতবাদসমূহ উল্লেখ করার পর ৪ অধ্যায় থেকে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথম থিষলনীকীয় পত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ১-৩ অধ্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন খ্রীস্টীয় সত্য ও আত্মপক্ষ-সমর্থনের কথা বলার পর, পৌল ৪ অধ্যায় শুরু করেছে ***"অবশেষে"*** কথার দ্বারা। বাংলা বাইবেলে যদিও ***"অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে . . ."*** কথার দ্বারা ৪ অধ্যায় শুরু করা হয়েছে; কিন্তু গ্রিক বা বিভিন্ন ইংরাজি অনুবাদ ***"অবশেষে"*** *(Finally)* কথার দ্বারাই শুরু হয়েছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পত্রের মূল বিষয়বস্তুর উল্লেখ শেষ হলেও, পৌল একটি নতুন অংশের শুরু করতে চলেছে, যেখানে সে এই পত্রের পাঠকদের পার্থিব জীবন যাপনে কয়েকটি উপদেশ কিম্বা উৎসাহ বা উদ্দিপনাদানকারী *(exhortation)* কথা বলতে চলেছে। হ্যাঁ, এখানে পত্রের সমাপ্তি নয়, কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসীর চলার পথে বিভিন্ন আদেশের কথা শুরু করা হয়েছে। অর্থাৎ, পৌল যেন তার পাঠকদের বলতে চেয়েছে, *"আরও কয়েকটি বিষয় তোমাদের জানা প্রয়োজন আছে।"*

আমরা যখন কাউকে কোনও উপদেশ দিয়ে থাকি, তখন আমরা মনে মনে চিন্তা করি যে, আমরা তাদের থেকে উঁচুতে অবস্থান করছি। আর তাই, আমরা তাদের উপদেশ দিতে সক্ষম। পৌল কিন্তু তা করেনি। যদিও সে পত্রের এই অংশে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের কাছে কয়েকটি উপদেশ রেখেছে, তথাপি সে নিজেকে তাদের থেকে উপরে স্থান দেয়নি। পরিবর্তে, পৌল নিজেকে তাদের সঙ্গে এক ধাপে রেখে, তাদেরকে ***"ভ্রাতৃগণ"*** বলে সম্মোধন করেছে। আবার একইসঙ্গে, তাদেরকে ভাই-বোন বলে সম্মোধন করলেও, তাদের কাছে এই সমস্ত উপদেশ উপস্থিত করতে পৌল কোনও প্রকার ইতঃস্তত করেনি। কারণ, সে তাদেরকে এই সমস্ত উপদেশ দিচ্ছে ***"প্রভু যীশুতে।"*** এ কথার অর্থ, প্রভুর কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতার গুণেই সে এই সমস্ত উৎসাহব্যঞ্জক কথা বা উপদেশ তাদের দিচ্ছে। এই ক্ষমতার কথা আমরা ১করিন্থিয় ২:১৬ পদে পৌলকে উল্লেখ করতে দেখি, ***"কে প্রভুর মন জেনেছে যে, তাঁকে উপদেশ দিতে পারে? কিন্তু খ্রীস্টের মন আমাদের আছে।"*** পৌল তার এই উপদেশ যখন তাদের কাছে উপস্থিত করেছে, তখন তাকে একাধারে ***"বিনয় করা"*** এবং ***"চেতনা দেবার"*** অর্থে উপস্থিত করেছে। এর দ্বারা পাঠকদের প্রতি পৌলের ভালোবাসা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছ থেকে ন্যায্য আচরণ পৌল আশা করেছে।

এখন, আমরা যখন কাউকে কোনও উপদেশ দিয়ে থাকি, তা অনেক সময় তাদের কানে "**জ্ঞান দেওয়া**" ঠেকতে পারে। পৌলের কথাগুলি কিন্তু তার পাঠকদের কানে তেমন ঠেকেনি; কারণ উপদেশ দেবার আগে পৌল প্রথমে তাদের প্রশংসা করে বলেছে, ***"কীভাবে চলার দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয়, এ বিষয়ে আমাদের কাছে তোমরা যে শিক্ষা পেয়েছ, আর যেরূপ চলছ, সেইভাবে আরও উপচে পড়।"*** এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল কোনও নতুন বিষয় তাদের উপদেশ দিচ্ছে না, এ বিষয়ে পৌল ও তার সঙ্গীরা পূর্বেই তাদের শিক্ষা দিয়েছে; কেবল তা-ই নয়, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছে ও মেনে চলেছে। পৌল যখন তাদের মধ্যে ছিল, তখন সে নিজে তা উপলব্ধি করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ফিরে এসে তীমথিয় সেই একই কথা পৌলকে জানিয়েছে। আর তাই, পৌল তাদেরকে বলছে, তারা যেন তাদের সেই সমস্ত শিক্ষা পালনের কারণে কোনও প্রকার আত্মতুষ্টিতে না ভোগে, পরিবর্তে ওই সমস্ত বিষয়ে আরও আগ্রহ, চেষ্টা, পরিশ্রম ও কাজ করে। ২ পদে, পৌল আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে, পৌল ও তার সঙ্গীরা ইতিপূর্বে তাদেরকে খ্রীস্টীয় জীবন যাপনে যীশুর বিভিন্ন আদেশের কথা বলেছে, ***"কারণ প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা তোমাদেরকে কী কী আদেশ দিয়েছি, তা তোমরা জানো।"***

হ্যাঁ, খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, **ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা**। আমরা যখন খ্রীস্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমাদের পরিবর্তে খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কাজের দ্বারা আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ পাই, তখন আমরা ঈশ্বরের সেবা করব, কি করব না, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছা করতে পারি না। কারণ, খ্রীস্ট আমাদেরকে তাঁর রক্ত দিয়ে ক্রয় করেছেন (১করিন্থিয় ৬:২০), আমরা তাঁর দাস - তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁর সেবা করতে বাধ্য। সেনাপ্রধান হিসাবে তিনি আমাদেরকে যে সমস্ত আজ্ঞা করে থাকেন, আমরা তাঁর অধীন সৈন্য বা দাস হিসাবে, তা সর্বদা পালন করতে বাধ্য। তাই, ৪:১-২ পদে পৌল যখন আমাদেরকে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জীবন যাপনে উৎসাহিত করেছে; তখন ৩-১২ পদে, পৌল বর্ণনা করেছে, আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জীবন যাপন করতে পারি। তাই, এই অংশটিকে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি:

১-২ পদ	**ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জীবন-যাপনের জন্য উপদেশ**
৩-১২ পদ	কী প্রকার জীবন-যাপনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়
৩-৮	**পবিত্র বা বিশুদ্ধ জীবন যাপনের দ্বারা (ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার দ্বারা)**
৯-১০	বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেমের দ্বারা
১১-১২	শিষ্টাচার বা পরিশ্রমী জীবন যাপনের দ্বারা

আজ আমরা ৪:৩-৮ পদ থেকে পবিত্র বা বিশুদ্ধ জীবন-যাপনের বিষয় শিখব। ৩ পদে পৌল বলেছে, ***"ফলত: ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের পবিত্রতা, যেন তোমরা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো।"*** আমরা একটু অবাক হতে পারি যে, পৌল তার উপদেশ বা উৎসাহদান শুরু করেছে বিশুদ্ধ যৌন জীবনের কথা দিয়ে। আমরা সাধারণত এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত কথাকে এড়িয়ে যাই, কিম্বা সব শেষে বলি। কিন্তু পৌল তা করেনি; সবার আগে বিশ্বাসী আমাদের বিশুদ্ধ জীবন-যাপনের কথা পৌল বলেছে। কারণ, এটাই হল ***ঈশ্বরের ইচ্ছা***। বাইবেল যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলে, তখন তাঁর সেই ইচ্ছার সার্বভৌমত্ব বা চরমতাকে সর্বদা স্বীকার করে থাকে। এর অর্থ, আমরা যখন আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের কোনও ইচ্ছাকে উপলব্ধি করি, তখন আমরা তা পালন করতে বাধ্য থাকি। তাই, বাইবেলে আমাদের জন্য **ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার** থেকে **ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার** বিষয় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে (গীত ১৪৩:১০; মথি ১২:৫০; যোহন ৭:১৭; ইফিষীয় ৬:৬)। এই কারণেই ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা কেবল তাদের কাছেই উদঘাটিত করে থাকেন, যারা তাঁর সেই ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক (রোমীয় ১২:১-২)। হ্যাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছা আমরা যখন জানতে পারি, তখন আমরা তা পালন করতে বাধ্য।

৩ পদে, আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে, তা হল, ***আমরা যেন পবিত্র হই, বা পৃথকীকৃত হই***। বাইবেলের শিক্ষা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পাপে ও অপরাধে মৃত আমরা যখন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোনও উত্তম কাজই করতে পারি না (ইফিষীয় ২:১), তখন তিনি তাঁর অনুগ্রহে তাঁর আভ্যন্তরীন আহ্বানের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের নতুন-জন্ম দিয়ে থাকেন। যার ফলস্বরূপ, মৃত আমরা জীবনের স্পন্দন লাভের মাধ্যমে, আমাদের পাপের বিষয় অনুতপ্ত হই ও যীশুতে বিশ্বাস-স্থাপনের মনপরিবর্তন লাভ করি। যা দেখে ঈশ্বর আমাদেরকে ধার্মিকগণিত করেন। অবশ্য, ধার্মিকগণিত হওয়া মানে, আমরা যে সেই মুহূর্তে নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠি, তা নয়। পরিবর্তে, মনপরিবর্তনের মুহূর্ত থেকে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে ক্রমশ ধারাবাহিকভাবে পবিত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন, এই প্রক্রিয়া আমাদের সমগ্র জীবন ধরে চলে, যা খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণতা লাভ করবে (১থিষলনীকীয় ৫:২৩)।

এখন, পৃথিবীর মাটিতে এই ক্রমশ পবিত্রীকরণের জীবনে বা ক্রমশ পৃথকীকরণের জীবনে আমাদের যৌন জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। আর তাই, পৌল বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্রতাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি ***ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরত্ব বজায় রাখার*** কথা বলেছে। এখানে, যে গ্রিক শব্দের বাংলা অনুবাদ ব্যভিচার করা হয়েছে, তাকে ইংরাজিতে "*fornication or sexual immorality*" বলা হয়েছে। এই কথার অর্থ, ঈশ্বর অনুমোদিত বিবাহ-বৃত্তের বাইরে যে কোনও যৌন আচার-আচরণ; বা সহজ কথায় বিবাহ বহির্ভূত যৌন জীবন। এই কথা যখন আমরা বলছি, তখন বিবাহ সম্বন্ধে বাইবেলভিত্তিক সঠিক ধারণা আমাদের থাকা প্রয়োজন। বাইবেলের শিক্ষানুসারে, বিবাহ হল **স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই বিধি যেখানে একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একাঙ্গ হয়** (আদি ২:২৪; ১করিন্থিয় ৭:২)। এখন, এই বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে মিলিত হবার পর স্বামী ও স্ত্রী যে সমস্ত সুখ ভোগ করে থাকে, কেউ যদি সেই বিবাহ-বন্ধন ছাড়াই সেই সুখ ভোগ করে, তখন বাইবেল তাকে ব্যভিচার বলে থাকে। তাই এর মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অন্তর্গত, তা হল: (১) বিবাহের পূর্বে যৌন-জীবন *(premarital sex)* (২) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অন্যের সঙ্গে যৌন-জীবন *(extra-marital sex)*, (৩) সমকাম *(homosexuality)*, (৪) পর্ণ পত্র-পত্রিকা *(pornography)*। আর ব্যভিচার হল সেই পাপ, যা আমাদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে দূষিত করে - আমাদের হৃদয়, শরীর, চোখ, কান, নাক বা ঠোঁট।

করিন্থিয় মণ্ডলীর মতো কোনও একটি বিশেষ ঘটনার কারণে (১করিন্থিয় ৫:১-৫) যে পৌল তাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে, তা নয়। কিন্তু থিষলনীকীর ন্যায় গ্রিক সংস্কৃতি অধ্যুষিত বন্দর নগরের পারিপার্শিক চাপের কথা স্মরণ করে পৌল তাদের কাছে এই উপদেশকে উপস্থিত করেছে। সেই সময়কার বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে আমরা জানি যে, প্রথম শতাব্দীর এই গ্রিক শহর যৌন পাপকে কত হালকাভাবে নিত এবং তাদের যৌন-জীবন কত নিচু মানের ছিল। বন্দর নগর হওয়ার কারণে সেখানে নাবিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত ছিল বেশি, যারা দীর্ঘকাল তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে, তাদের যৌন ক্ষুধায় কষ্ট পেত। আর তাদের সেই ক্ষুধা পূর্ণ করার বিভিন্ন উপায় ছিল সেই শহরে। ফলস্বরূপ, সেই সমাজে ইন্দ্রিয়দমন বা আত্মসংযমকে দূর্বলতা জ্ঞান করা হত। পরিবর্তে, বিবাহের বাইরে যৌনক্ষুধা পূর্ণ করার চেষ্টা ছিল সেই সমাজের পুরুষদের কাছে খুবই স্বাভাবিক এবং পুরুষোচিত কাজ। কেবল তা-ই নয়, গ্রিক ধর্মে, দেবদাসী তথা দেবতার উদ্দ্যেশ্য উৎসর্গীকৃত বেশ্যবৃত্তির প্রচলনও ছিল তাদের বিভিন্ন মন্দিরে। অর্থাৎ, যে কোন পরিস্থিতিতে সম্ভোগই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য, চেষ্টা বা দর্শন। আর তাই, বিবাহ-বহিভূত যৌন-জীবন ছিল সাধারণ স্বাভাবিক জীবন। আমরা যেমন পান খাওয়াকে পাপ বলে চিন্তা করতে দ্বিধা করে থাকি, ঠিক একইভাবে, তাদের কাছে বিবাহের বাইরে যৌন-জীবনকে পাপ জ্ঞান করা ছিল কঠিন। এমন পরিবেশের মধ্যে থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীরা যে চাপ অনুভব করতে বাধ্য হয়েছিল, তা হল, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অজুহাত দেখিয়ে, তাদের প্রতিবেশিদের অনুকরণ করে, খ্রীস্টবিশ্বাসীরাও এই অবৈধ যৌনজীবনকে মেনে নেবার প্রলোভন। (উদা: বিবাহের পূর্বে ভাবী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন-সম্পর্ককে অনেক সাঁওতাল সমাজে স্বাভাবিক জ্ঞান করা হয়ে থাকে, বলে শোনা যায়। এখন তাদের মধ্যে যখন কেউ খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়, তখন আমরা কি তাদের সংস্কৃতির অজুহাত দেখিয়ে, তাদের সমাজের সেই রীতিকে মেনে নেবার কথা বলব?)। কিন্তু আমরা পৌল ও তার সঙ্গীদেরকে দেখতে পাচ্ছি যে, তারা কিন্তু সমাজ বা সংস্কৃতির চাপের কাছে নতিস্বীকার করেনি, তারা কোনওভাবেই সেই অজুহাতের সঙ্গে আপোষ করেনি। বিশ্বাসী আমাদের কাছে ঈশ্বর যে উঁচু মানের জীবন আশা করেন, তারা সেই মান থেকে এতটুকু সরেনি। সহজ কথায়, সমসাময়িক সমাজের চিন্তা-ভাবনার দ্বারা খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রিত হতে দেওয়া হয়নি। (আজ আমরা কী করে চলেছি? ধূমপান, মদ্যপান, পরিবেশ দূষন, পূজোয় চাঁদা দেওয়া, ইভ-চিজিং, কাজে ফাঁকি?)। এইভাবে ৩ পদে, পৌল ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পবিত্র জীবন, তথা ব্যভিচার থেকে দূরবর্তী জীবন হিসাবে বর্ণনা করার পর, বিশ্বাসীরা **কীভাবে** বিশুদ্ধ যৌনজীবন যাপন করবে, তা ৪-৬ক পদে বর্ণনা করেছে এবং বিশ্বাসীরা কেন বিশুদ্ধ যৌন-জীবন যাপন করবে, তা ৬খ-৮ পদে বর্ণনা করেছে।

৩ পদ	**ঈশ্বরের ইচ্ছা হল - বিশ্বাসীদের বিশুদ্ধ যৌন-জীবন, তথা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা**
৪-৬ক পদ	**ক। বিশ্বাসীরা কীভাবে বিশুদ্ধ যৌন-জীবন যাপন করবে?**
৪পদ	(১) পরজাতীয়দের ন্যায় কামাভিলাষে নয়, কিন্তু বিশ্বাসীর উপযোগী জীবন যাপনের দ্বারা
৫ পদ	(২) বিশ্বাসী নিজের শরীরকে পবিত্রতায় ও সমাদরে বশে রাখার দ্বারা
৬ক পদ	(৩) বিশ্বাসী নিজের ভাইকে না ঠকানোর দ্বারা
৬খ-৮ পদ	**খ। বিশ্বাসী কেন বিশুদ্ধ যৌন-জীবন যাপন করবে?**
৬খ পদ	(১) কারণ ঈশ্বর প্রতিফলদাতা
৭ পদ	(২) কারণ ঈশ্বর বিশ্বাসীকে পবিত্রতায় আহ্বান করেছেন
৮ পদ	(৩) কারণ পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করেন

ক। বিশ্বাসীরা কীভাবে বিশুদ্ধ যৌন-জীবন যাপন করবে?

(১) বিশ্বাসী পরজাতীয়দের ন্যায় কামাভিলাষে নয়, কিন্তু বিশ্বাসীর উপযোগী জীবন যাপন করবে। বিশ্বাসী কীভাবে ব্যভিচার থেকে দূরবর্তী জীবন যাপন করবে, তার বাস্তব-সম্মত উত্তর দিতে গিয়ে, পৌল ৪ পদে উল্লেখ করেছে, ***"তোমাদের প্রত্যেকে যেন, যারা ঈশ্বরকে জানে না, সেই পরজাতীয়দের মতো কামাভিলাষ না করে।*** অর্থাৎ, পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বলছে, তারা যেন তাদের চারপাশের অবিশ্বাসীদের অনুকরণে দেহের কামনার বশে না চলে। এখানে, ***পরজাতীয়*** বলতে পৌল সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে দুইভাগে ভাগ করেছে: খ্রীস্টবিশ্বাসী ও পরজাতীয় বা অবিশ্বাসী। সেই সমস্ত অবিশ্বাসী স্বভাবতই তাদের কামনার *(passion)* দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ, তারা ইন্দ্রিয়দমনের পরিবর্তে, ইন্দ্রিয়র দ্বারাই পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন ব্যভিচার কাজে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। এখন, অবিশ্বাসীদের এই কাজের পেছনে যে কারণের কথা পৌল বলেছে, তা হল, ***তারা ঈশ্বরকে জানে না।*** এ বিষয়ে পৌল রোমীয় ১:১৮-২৩ পদে বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেছে, তারা ঈশ্বরজ্ঞানকে বর্জন করেছে, এবং তারা তাদের জ্ঞানে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বরকে ধরতে অস্বীকার করেছে (১:২৮)। এইভাবে, ঈশ্বরকে অস্বীকার করার কারণে, ঈশ্বর তাদেরকে অশুচি অভিলাষে সমর্পণ করেছেন (২৪ পদ), জঘন্য রিপুর বশে সমর্পণ করেছেন (২৬ পদ), এবং ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করেছেন (২৮ পদ)। তাই, আজ আমরা প্রতিটি গণমাধ্যমে দেখতে পাই তাদের বিকৃত যৌন-জীবনের নমুনা (ধর্ষণ, বলাৎকার, সমকামিতা, পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম, ৬০ বছরের বুড়োর সঙ্গে ১৪ বছরের কিশোরীর প্রেম, ইত্যাদি)। পৃথিবীর সর্বত্র গণমাধ্যমের ওই সমস্ত বিকৃত যৌনজীবনের কাহিনীর রমরমা চলেছে। কারণ অবিশ্বাসীদেরকে শয়তান এমন অন্ধ করে রেখেছে যে, তারা ভালোকে মন্দ বলে, মন্দকে ভালো বলে। তাই, তারা ওই সমস্ত বিকৃত কাহিনীর প্রতি এত আগ্রহী। তাদের, এমন জীবন দেখে অবাক হবার কিছু নেই, তাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক, কারণ তারা ঈশ্বরকে জানে না, জানতে চেষ্টা করে না।

কিন্তু বিশ্বাসীরা তাদের বিপরীত। ২করিন্থিয় ৫:১৭ পদানুসারে, তারা নতুন সৃষ্টি। তারা অবিশ্বাসীদের ন্যায় মানুষের প্রতি কামানলে মত্ত হবে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ হবে। পবিত্র বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে নিজের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বরের দেওয়া উপহার, তথা যৌনতাকে উপভোগ করবে। একইভাবে, বিশ্বাসী যুবক-যুবতী খ্রীস্টেতে সহভাগিতা উপভোগ করবে; শারিরীক ইচ্ছা চরিতার্থ করা নয় কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে সীমা রক্ষা করে আত্মিক আশীর্বাদ ভোগ করবে।

(২) **বিশ্বাসী নিজের শরীরকে পবিত্রতায় ও সমাদরে বশে রাখবে**। ৫ পদে বলা হয়েছে, *"কিন্তু পবিত্রতায় ও সমাদরে নিজ নিজ পাত্র লাভ (অধিকার) করতে জানে।"* ১৮৬৭ সালে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের দ্বারা গ্রিক ভাষা থেকে বাংলায় নতুন নিয়মের যে অনুবাদ করা হয়েছিল, তাতে এই পদের অনুবাদে এমন কথা বলা হয়েছে, *"প্রত্যেক জন পবিত্র ও মান্যরূপে আপন আপন প্রাণাধারকে রক্ষা কর।"* অর্থাৎ, এখানে *'পাত্রের'* জন্য *'প্রাণাধার'* শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রাণকে ধারণ করে, যার দ্বারা শরীর বা দেহকে নির্দেশ করা হয়েছে। গ্রিক লেখকদের বিভিন্ন লেখায় আমরা আত্মার ধারণকারী পাত্র হিসাবে শরীরকে বর্ণনা করতে দেখতে পাই। পৌল যদিও কখনও এই অর্থে দেহকে স্বীকার করেনি, তথাপি ২করিন্থিয় ৪:৭ পদে বিশ্বাসীদেরকে ***মাটির পাত্রে*** মহামূল্য সুসমাচারের ধন ধারণকারী হিসাবে পৌল বর্ণনা করেছে। মণ্ডলীর প্রথম দিকে আগষ্টিনসহ কয়েকজন ঈশতাত্ত্বিক এই পদে উল্লেখিত *'পাত্র'* *(vessel)* শব্দের অর্থকে *'স্ত্রী'* বলে ব্যাখ্যা করেছিল। এখন, পৌল যেহেতু খ্রীস্টীয় বিবাহ সম্বন্ধে খুবই উঁচু ধারণার অধিকারী ছিল, তাই তার পক্ষে পুরুষের যৌন ইচ্ছা পূর্ণকারী পাত্র হিসাবে স্ত্রীকে চিন্তা করা কখনও সম্ভব ছিল না। তাই, এখানে পাত্র শব্দের দ্বারা পৌল স্ত্রীকে নয়, কিন্তু দেহকেই নির্দেশ করেছে এবং এই কথা বলতে চেয়েছে যে, বিশ্বাসী আমরা যেন সেই দেহকে বিশুদ্ধ (পবিত্রতায় ও সমাদরে) রাখি।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের এই দেহরূপ পাত্র খুবই ভঙ্গুর। তাই, তা রক্ষা করতে হলে আমাদের এই দেহের প্রতি সঠিক যত্নের প্রয়োজন। ঈশ্বরের সেবার উদ্দেশ্যে পৃথকীকৃত করার দ্বারা এই দেহকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি; আর তার জন্য প্রয়োজন শরীরকে বশে রাখা বা দমন করা। তাই, হয় আমরা আমাদের দেহকে বশে রাখতে শিখব, নয় যৌন প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের জীবন চালিত হবে। তা-ই, আদি ৪:৭ পদে ঈশ্বর কয়িনকে বলেছেন, *"যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মেরে আছে। তোমার প্রতি তার বাসনা থাকবে, কিন্তু তোমাকে তার উপর কর্তৃত্ব করতে হবে।"* রোমীয় ৬:১২-১৩ পদে তাই, *"নিজের নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ধার্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে"* বলা হয়েছে। তাই, ইয়োব বিশুদ্ধতার উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছে, *"আমি নিজের চোখের সঙ্গে নিয়ম করেছি, অতএব যুবতীর প্রতি কটাক্ষপাত (কামনার দৃষ্টি) কেন করব?"* (ইয়োব ৩১:১)। যে সমস্ত বিষয় (পত্র-পত্রিকা, টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেট, ক্লাব, মদ, ইত্যাদি) আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে আমাদের শরীরকে বিপথে পরিচালিত করে, বিশ্বাসী আমাদের কর্তব্য তাদের থেকে পৃথকীকৃত হওয়া।

(৩) **বিশ্বাসী নিজের ভাইকে ঠকাবে না**। ৬ক পদে পৌল লিখেছে, *"কেউ যেন সীমা অতিক্রম করে এই বিষয়ে নিজের ভাইকে না ঠকায়।"* এখানে ঠকানোর জন্য *KJV* বাইবেলে যে ইংরাজি শব্দ *(defraud)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, "কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা"। হ্যাঁ, যৌন পাপ সর্বদা কাউকে-না-কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে থাকে। যখন কোনও বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়, তখন তার স্বামীকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঠকানো হয়; আবার যখন কোনও অবিবাহিত যুবতীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়, তখন সেই যুবতীর কুমারীত্ব এবং তার ভাবী স্বামীর অধিকার চুরি করা হয়। তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা যখন যৌন পাপে প্রলুব্ধ হই, তখন যেন মনে রাখি যে, এর দ্বারা আমি একজনের অধিকার চুরি করতে চলেছি, তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চলেছি। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সেই ঘটনা যদি আমাদের নিজেদের প্রতি ঘটত, তাহলে, তা কত নির্মম হত। সেই উপলব্ধি থেকে বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে যেন আমাদের সীমা অতিক্রম না করি, আমরা আমাদের ভাইকে না ঠকাই। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, মণ্ডলীতে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খ্রীস্টীয় সহভাগিতা (বন্ধুত্ব) থাকবে না। না, তা ঠিক নয়। অবশ্যই, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা সহভাগিতা থাকবে, কিন্তু সেই বন্ধুত্ব যেন কখনও সীমা অতিক্রম না করে। কারণ, আমরা সবাই জানি যে, একবার যদি আমরা সেই সীমাকে সামান্য অর্থেও লঙ্ঘন করি, তা আমাদেরকে অনেক নিচে নামিয়ে দেবে। কারণ যৌন ক্ষুধা এমন বিষয়, যার কোনও সীমা নেই, মাত্রা নেই; তা সর্বদা অপূর্ণ থেকে যায়। আমরা অম্মোনের কথা স্মরণ করতে পারি, যে নিজের বোন তামরের মানভ্রষ্ট করার পর ***"তাকে অতিশয় ঘৃণা করেছিল; বস্তুত সে তাকে যেরূপ প্রেম করেছিল, তার থেকে বেশি ঘৃণা করেছিল"*** (২শমূয়েল ১৩:১৫)। তাই, খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমাদেরকে সর্বদা সীমা মেনে নারী-পুরুষের মধ্যে সহভাগিতা করতে হবে। এই কারণে, পৌল যুবক তীমথিয়কে এমন আদেশ করেছিল, ***". . . যুবতীদেরকে সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে ভগিনীর ন্যায় জেনে অনুনয় কর"*** (১তীমথিয় ৫:২)।

খ। বিশ্বাসী কেন বিশুদ্ধ যৌন-জীবন যাপন করবে?

৬খ-৮ পদে, পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদেরকে বিশুদ্ধ যৌন জীবন যাপন, তথা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবার পেছনে কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছে।

(১) কারণ ঈশ্বর প্রতিফলদাতা: ৬খ পদে পৌল লিখেছে, ***"কারণ আমরা আগে তোমাদের যেমন বলেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি, সেইমতো, প্রভু এই সমস্তের প্রতিফলদাতা।"*** অর্থাৎ, যখন যৌন-পাপ করা হয়ে থাকে, তখন স্বয়ং ঈশ্বর তার বিরুদ্ধে শাস্তি দিয়ে থাকেন। বিশ্বাসী আমরা যখন এই কথা পাঠ করি, তখন চমকে উঠি। কারণ, আমাদের মধ্যে যে সাধারণ জ্ঞান কাজ করে থাকে, তা হল, ঈশ্বর তাঁর শেষবিচারে অবিশ্বাসী বা যারা পরিত্রাণ পায়নি, তাদের সমস্ত পাপের প্রতিফল দেবেন। কিন্তু পৌল এখানে যে কথা লিখেছে, তা কোনও অবিশ্বাসীর জন্য নয়, কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য। আবার, রোমীয় ৮:১ পদে, এই পৌলই লিখেছে যে, ***"অতএব, এখন যারা খ্রীস্ট যীশুতে আছে, তাদের প্রতি কোনও দণ্ডাজ্ঞা (শাস্তি) নেই।"*** তাহলে, পৌল যে প্রতিফলের কথা এখানে বলেছে, তা কীভাবে সম্ভব?

হ্যাঁ, একথা অবশ্যই সত্য যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে খ্রীস্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমরা যতজন আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, তাদের কোনও পাপের শাস্তিই অবশিষ্ট নেই, কারণ তাদের পরিবর্তে খ্রীস্ট তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই বিশ্বাসী আমাদের প্রতি গালাতীয় ৬:৭ পদ কিন্তু একইভাবে প্রযোজ্য, যেখানে বলা হয়েছে, ***"তোমরা ভ্রান্ত হয়ো না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কারণ মানুষ যা কিছু বুনে, তাই-ই কাটবে।"*** আমরা আমাদের সীমা অতিক্রম করে নোংরা যৌনজীবন যাপন করতে পারি, আর মনে মনে বলতে পারি, এতে কিছু আসে যায় না। কারণ, আমরা ধরা পড়িনি; আমাদের এই গোপন সম্পর্ক ও সংসর্গের কথা কেউ জানে না। কিন্তু সত্যিই কি কেউ জানে না। আমরা কি ঈশ্বরের চোখকেও ফাঁকি দিয়ে সেই কাজ করতে পারি? না, আমাদের সেই সমস্ত কাজ একজন দেখছেন, যিনি তার প্রতিফল দিয়ে থাকেন। কারণ ২য় বিবরণ ৩২:৩৫ পদে তিনি বলেছেন, ***"প্রতিশোধ ও প্রতিফলদান আমারই কাজ।"*** আবার, ইব্রীয় ১৩:৪ পদে বলা হয়েছে, ***"সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল হোক; কারণ ঈশ্বর ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার করবেন।"*** এখন, সেই বিচার বা শাস্তি কীভাবে আমাদের প্রতি আসতে পারে? যদিও নিশ্চিতভাবে বা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা জানি যে, আমরা যখন বিবাহ নামক ঈশ্বর-নির্ধারিত সীমাকে লঙ্ঘন করে যৌনজীবন যাপন করি, তখন তার পরিণাম কী হতে পারে? (১) বিভিন্ন যৌন রোগ *(HIV positive, AIDS)*, (২) লজ্জ্যা বা অপরাধবোধ নিয়ে জীবন যাপন, (৩) অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, (৪) বিবাহ-বিচ্ছেদ, (৫) অধঃপতন, ইত্যাদি। এখন, আমরা বড় চালাক; আর তাই এই সমস্ত পরিণামের কথা জেনে আমরা বিবাহ বর্হিভূত নিরাপদ সেক্সের উপায় আবিষ্কার করেছি, যাকে বলে কন্‌ডোমের ব্যবহার। কিন্তু অবৈধ যৌনজীবনের জন্য আপনার হৃদয়ে যে গ্লানি তৈরী হয়, তা থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারে, এমন কি কোনও কন্‌ডোম তৈরী

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হয়েছে?

এখন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ থেকে থাকেন, যিনি এই কথা শোনার পর, বিবেক দংশন অনুভব করছেন, তবে তা তার পক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহেরই প্রকাশ, আর তাই, দেরী না করে এখনই প্রভুর কাছে অনুতপ্ত হয়ে, সেই সমস্ত নির্দিষ্ট পাপের জন্য ক্ষমা চান। বিশ্বাসী আমরা কখনও আমাদের পাপ পুষে রেখে বা স্বীকার না করে, বিশুদ্ধ বা সৎ সংবেদে জীবন-যাপন করতে পারি না। আমাদের ঈশ্বর বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, আমরা যখন আমাদের পাপ স্বীকার করি, তিনি তা ক্ষমা করে থাকেন (১ যোহন ১:৯)।

(২) কারণ ঈশ্বর বিশ্বাসীকে পবিত্রতায় আহ্বান করেছেন। ৭ পদে বলা হয়েছে, *"**কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে অশুচিতার জন্য নয়, কিন্তু পবিত্রতায় আহ্বান করেছেন।**"* এর আগে ৩ পদে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর যখন তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের আহ্বান করেছেন, তখন আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা হল আমাদের পবিত্রতা, ব্যভিচার থেকে দূরবর্তী জীবন। বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের এই আহ্বান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশ্বাসী তার নিজের ক্ষমতায় ঈশ্বরের কাছে আসতে পারে না; কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা সুসমাচারের মাধ্যমে ঈশ্বর যখন তাঁর সন্তানকে ফলপ্রসু আহ্বানে আহ্বান করেন, তখনই কেবল সেই ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব। এখন, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যাকে মনোনীত করেছেন, এবং উপযুক্ত সময়ে সুসমাচারের মাধ্যমে আহ্বান করেছেন, তখন এটা স্বাভাবিক যে, তিনি তাঁর ইচ্ছা সেই সন্তানের জীবনে পূর্ণ হতে ইচ্ছা করেন। আর তাই, তিনি যেমন পবিত্র, তিনি চান তাঁর সন্তান আমরাও যেন পবিত্র হই, সেই পবিত্রতার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন। অতএব, আসুন, পুরানো জীবন ত্যাগ করে প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র জীবন শুরু করি।

(৩) কারণ পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করেন। ৮ পদে বলা হয়েছে, *"**এই জন্য যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করে, সে মানুকে অগ্রাহ্য কর, তা নয়, বরং ঈশ্বরকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি নিজের পবিত্র আত্মা তোমাদের দিয়ে থাকেন।**"* অর্থাৎ, অপবিত্রতা বা ব্যভিচার হল পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ, যিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করেন। কারণ পৌল ১করিন্থিয় ৬:১৯ পদে বলেছে, *"**তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁকে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছ।**"* এখন, যে মুহূর্তে, কোনও বিশ্বাসী কোনও প্রকার ব্যভিচার করে, তখন সেই মুহূর্তে তার এই প্রশ্ন করা উচিৎ, *"পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও আমি কীভাবে এমন অপবিত্র কাজ করতে পারি?"* তাই, বিশ্বাসীর প্রয়োজন *"**আত্মার বশে চলা, যার দ্বারা মাংসের অভিলাষকে জয় করা সম্ভব**"* (গালাতীয় ৫:১৬)। এই কারণেই, যে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করে থাকেন, তাঁর ফলের একটি বিশেষ দিক হল ***ইন্দ্রিয়দমন*** (গালাতীয় ৫:২৩)। আমরা যদি সত্যিই তাঁর সন্তান হয়ে থাকি, তাঁতে বিশ্বাসে পাপের ক্ষমা পেয়ে থাকি, যার ফলস্বরূপ আমরা উপচে পড়া জীবনের অধিকারী হয়ে থাকি (যোহন ১০:১০), আমরা কীভাবে সেই অপবিত্র, নোংরা, মৃত, অসাড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারি? আমরা নিজেদেরকে এমন একজন ছেলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যে তার শৈশবে হারিয়ে গেছিল। ফলস্বরূপ, সে রাস্তার ছেলের ন্যায় বড় হয়েছে, অন্যের জিনিস চুরি করেছে, মিথ্যা কথা বলেছে, মানুষকে ঠকিয়ে সে কোনক্রমে তার জীবন যাপন করেছে। কিন্তু তার জন্মের পর তার শরীরে এমন একটি চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল, যার দ্বারা তার আসল পরিচয় জানা সম্ভব ছিল। একদিন যখন তা প্রকাশ পেল, তখন সে রাজার ছেলে হয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল, রাজপুত্রের সমস্ত সুখ ভোগ করতে শুরু করল। তারপরেও কি কখনও এমন আশা করা যায় যে, সে তার সেই রাস্তার জীবনকে ভালোবেসে পুনরায় চুরি, মিথ্যাকথা বা মানুষ ঠকানোর জীবন যাপন করবে? বাইবেল বলে, *"**কুকুর ফিরে নিজের বমির দিকে, আর ধৌত শূকর ফিরে কাদায় গড়াগড়ি দিতে**"* (২পিতর ২:২২)। আমরা যেন কুকুর বা শূয়োরদের অনুকরণ না করি। আমাদের নিজেদের শক্তিতে তা সম্ভব না হলেও, পবিত্র আত্মা যিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন, তিনি আমাদের অবশ্যই শক্তি যুগিয়ে থাকেন।

আসুন, আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে যে জীবন, সেই জীবন যাপন করি। আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছাকে স্মরণ করে, পবিত্র জীবন যাপন করি, ব্যভিচার থেকে দূরে থাকি। বিশ্বাসীর উপযোগী জীবন যাপন করি, নিজের নিজের দেহকে বশে রাখি, ও ভাইকে যেন না ঠকাই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com